ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
পঞ্চত্রিংশত্তম সংখ্যা
জুন ২০০৫/জ্যৈষ্ঠ ১৪১২

প্রবীণদের নিরাপত্তা বিধানে বয়স্কভাতার প্রভাব

(সিলেট সদর থানার টুকের বাজার ইউনিয়নে বসবাসরত ভাতাভোগী বয়স্কদের উপর পরিচালিত মূল্যায়ন সমীক্ষা)

মোঃ ফয়সল আহম্মদ
শফিকুর রহমান চৌধুরী

***Abstract**: In the coming decades, many Asian countries including Bangladesh will experience aging of their population and the size of their population will increase substantially. Today people 60 years and older make up 6 per cent of the total population of Bangladesh. Now their number is 7.8 million (IDB U.S. Census Bureau, 2006). This number will increase to 16.5 million (about nine percent of the total population) by the year of 2025 (IDB U.S. Census Bureau, 2006). Bangladesh is an agricultural based country where more than seventy five percent of the total population lives in rural areas (U.S. Department of State, 2002). Therefore, it can be estimated that, most of the older people of Bangladesh live in rural areas. The old age dependency ratio (person 60 years and over divided by person 15-59 years) is projected to increase from 8 per cent in 1995 to 16.2 percent in 2025 (Kabir, 1994). Although there is no age specific statistics on old age poverty, observation suggests that poverty is more widespread among the older people in Bangladesh. Yearly natural disasters affect older persons due to then reduced physical mobility (Ritchie and others, 2000). While emotional ties and mutual support among family members remains strong in Bangladesh, it is clear that demographic change is increasingly affecting the capacity of the family to continue its care-giving role. However, with industrialization, a decrease in land availability, an increase in women's participation in the labor market, migration of children to urban centers, and the overall impact of pervasive poverty, it has been generally acknowledged that traditional family value system, i.e., filial duty and family care for older people is gradually disappearing. A weakening support system combined with a higher dependency ratio has the potential to increase the existing vulnerability of older people to poverty conditions. Given this reality a non-contributory pension scheme (Bayaska Bhata) was started in 1998 for the poor rural older people of Bangladesh. Now the scheme covers both urban and rural disadvantaged vulnerable older people. Though the amount and coverage of the pension is not adequate to meet basic needs, it has been considered as welcoming initiative. Despite having few limitations Bayaska Bhata's contribution is remarkable in the welfare of the poor and disadvantaged older people of Bangladesh. Present article explains the prospects and problems of the scheme on the basis of first hand data collected from the Bayaska Bhata recipients fromTukerbazar Union of Sylhet district.*

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
** সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

ভূমিকা

মানব জীবনে এক দুঃসহ এবং অযাচিত অথচ অবশ্যম্ভাবী এবং অলংঘনীয় পরিণতি হলো বার্ধক্য। বস্তুত সমাজ জীবনের অন্যান্য প্রকট এবং প্রভাব বিস্তারকারী সমস্যার ন্যায় এটিও একটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে পরিগণিত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানুষের জীবনে অনেক ইতিবাচক পরির্তন বয়ে আনলেও জীবনের অমোঘ পরিণতি বার্ধক্যকে রুখতে পারেনি। তাই বার্ধক্য আজ একটি সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন সমস্যা (Moody, 1998)। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার আকার, ঘনত্ব, বয়স কাঠামো, সম্পদ সুযোগ ও সেবা কার্যক্রমের অসম বণ্টন, নিরাপত্তাহীনতা, প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধে সৃষ্ট অবক্ষয় সমাজের যে অংশগুলোকে বেশি মাত্রায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে প্রবীণ জনগোষ্ঠী তার অন্যতম (রহমান, ১৯৯৯)। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক ঔষধের আবিষ্কারের ফলে মানুষের মৃত্যুহার হ্রাস ও গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্ব সমাজে বয়স্কদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। বাংলাদেশ বিশ্বের যেমন দরিদ্র একটি দেশ তেমনি জনবহুলও বটে। জনসংখ্যার ঘনত্ব, গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হলেও মোট প্রবীণের সংখ্যা অব্যাহতভাবে বেড়ে চলছে (Kabir, 1991)। এ প্রসঙ্গে নিচের সারণিটি লক্ষণীয় (Rabbani and Hossain , 1981)ঃ

সারণি-১ঃ বয়স্ক জনসংখ্যা সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বানী (১৯৯০-২০২৫ পর্যন্ত)

বৎসর	মোট জনসংখ্যা			বয়স্ক জনসংখ্যা (৬০ +)			বয়স্কদের শতকরা হার (৬০ +)		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
১৯৯০	৫৫৭৬৩	৫২৭৬৩	১০৮৫২৬	২৭০৬	২৬৯৫	৫৪০১	৪.৮৫	৫.১১	৪.৯৮
১৯৯৫	৬০৭৪৫	৫৭৫৭৬	১১৮৩২১	৩০৬৮	৩১৫০	৬২১৮	৫.০৫	৪.৪৭	৫.২৬
২০০০	৬৫৬০৮	৬২৩০১	১২৭৯০৯	৩৫৪৪	৩৭০৩	৭২৪৭	৫.৪০	৫.৯৪	৫.৬৭
২০০৫	৭০৬৬২	৬৭২০৩	১৩৭৮৬৫	৪১৪৪	৪৩৭৫	৮৫১৯	৫.৮৬	৬.৫১	৬.১৮
২০১০	৭৫৫৫১	৭২০১২	১৪৭৫৬০	৪৯০১	৫২৩২	১০১৩৩	৬.৪৯	৬.৮১	৬.৮৭
২০১৫	৮০৫২৬	৭৬৮০৭	১৫৭৩৩৫	৫৮৩৯	৬২১২	১২০৫১	৭.২৫	৮.০৯	৭.৬৬
২০২০	৮৫৫৭৬	৮১১৭৯	১৬৬৭৫৫	৬৯৯৮	৭৪৫২	১৪৪৫০	৮.১৮	৯.১৮	৮.৬৭
২০২৫	৯০৪০৬	৮৩৩৭৩	১৭৭৭৭৬	৮৫৬২	৯০৫৯	১৭৬২১	৯.৪৭	১০.৩৭	১০.০৯

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রবীণ কল্যাণ ব্যবস্থা, রীতি-নীতি ও কর্মসূচিগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এখনও সনাতনী দেশজ সেবা ব্যবস্থা বা প্রথা বয়স্কদের কল্যাণে বিরাট ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে (রহমান,২০০০)। আজও বয়স্কদের সিংহভাগ চাহিদা ও প্রয়োজন পরিরবার থেকেই পরিপূরণ হয়ে থাকে। তবে পরিবারের সদস্যদের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান জটিল সম্পর্কের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান হারে শ্রমশক্তিতে মেয়েদের অন্তর্ভুক্তির কারণে সনাতন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্বের ন্যায় ভূমিকা পালন করতে পারছে না । পরিবারের কাঠামোর পরিবর্তন ঘটছে, যৌথ পরিবারের পরিবর্তে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উটছে এবং পারিবারিক সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে। শুধু পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন ঘটছে তা নয়, উপরন্তু পরিবারের সদস্যদের মানসিকতা ও মূল্যবোধের ও পরিবর্তন ঘটছে (রহমান, ১৯৯৮)। আধুনিকীকরণের প্রভাবে শহরায়ন ও কর্মসংস্থানের নতুন নতুন ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় সন্তান-সন্ততি এখন আর গ্রামে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সঙ্গে থাকতে চাইছে না। বর্তমানে পরিবারে বয়োবৃদ্ধদের গুরুত্ব কমে এসেছে। সামাজিক বিবর্তন ও মূল্যবোধের

দ্রুত পরিবর্তনের ফলে বয়োজ্যেষ্ঠদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করার ঐতিহ্য ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে (Ministry of Welfare, 1987)। ফলে বার্ধক্য সমস্যা ক্রমান্বয়ে প্রকট আকার ধারণ করছে। এ বাস্তবতায় বয়স্কদের কল্যাণে দরকার হয়ে পড়েছে পৃথক প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ। উন্নত ও উন্নয়নশীল সব দেশেই প্রবীণদের কল্যাণে নানাবিধ সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকা ও কিছু সংখ্যক উন্নত দেশ ছাড়া সারা বিশ্বে প্রবীণদের জন্যে গৃহীত ব্যবস্থাগুলো খুবই অপ্রতুল (আহম্মদ, ১৯৯৯)। বাংলাদেশে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারিদের জন্যে যেসব সেবা কাযক্রম পরিচালিত হচ্ছে (পেনশন, কল্যাণ তহবিল, যৌথ বীমা, ভবিষ্য তহবিল, আবাসিক সুবিধা ইত্যাদি) তার পরিধি খুবই সীমিত। বেসরকারি পর্যায়ে প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ অবসর প্রাপ্ত সরকারি কল্যাণ সমিতি, বয়স্ক ও শিশু পুর্নবাসন কেন্দ্র, সেনা কল্যাণ সংস্থা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান মূলত শহরের বয়স্কদের জন্য কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের ন্যায় গ্রাম প্রধান দেশের সিংহভাগ গ্রামীণ বয়স্কদের কল্যাণে বেসরকারি কার্যক্রম প্রচলিত হয়নি। এ দিকটি বিবেচনা করে সরকার গ্রামীণ বয়স্কদের কল্যাণে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম চালু করেছে। চালুকৃত নতুন এ কার্যক্রমকে আরও অর্থবহ করে তোলার জন্যে এর ভূমিকা অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য বিবেচনা করে বর্তমান সমীক্ষা কার্যের উদ্যোগ গৃহীত হয়। বয়স্কভাতা প্রদানের যে নীতিমালা তার বাস্তব প্রয়োগ ও সীমাবদ্ধতা অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভাতা কর্যক্রমকে আরও অধিকতর কার্যকর ও অর্থবহ করা যেতে পারে বিধায় বর্তমান সমীক্ষায় এসব দিক বিশেষ বিবেচনায় এনে তথ্য অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বয়স্কভাতা কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বয়স্কভাতা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি কল্যাণমূলক কার্যক্রম। বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত, আর্থিক দৈন্যে জর্জরিত বয়স্ক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় এনে পৃথিবীর অপরাপর কল্যাণ রাষ্ট্রের ন্যায় এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার তাদের জন্যে আর্থিক অনুদান প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ সরকার দুঃস্থ ও বার্ধক্যের কারণে যারা দৈহিক পরিশ্রমে অক্ষম ব্যক্তি হিসাবে জীবনের সায়াহ্নকাল অতিবাহিত করছেন তাদের মনোবল জোরদার ও নিরাপত্তাবোধ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মূলত বয়স্কভাতা কার্যক্রম প্রবর্তন করে। ১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দানের মধ্য দিয়ে এ কার্যক্রমের যাত্রা। দেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০ জন সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ দুঃস্থ ব্যক্তিকে মাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এ সকল বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে অর্ধেক মহিলা নির্ধারণ করা হয় এবং সর্বমোট ভাতা-ভোগীর সংখ্যা ছিল ৪১৫১৭০ জন (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ১৯৯৯)। পরবর্তী সরকার ক্ষমতায় এসে বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের কল্যাণ এবং তাদের সুযোগ সুবিধার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ৫০ কোটি টাকার স্থলে ৭৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয় এবং মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ ১০০ টাকার স্থলে ১২৫ টাকা প্রদান করা হয়। খ শ্রেণী এবং গ শ্রেণীর পৌরসভার আওতাভুক্ত বয়োবৃদ্ধদেরও এ কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হয়। এর ফলে মোট ভাতা-ভোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৫ লক্ষ। বিগত

২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে সরকার বয়স্কভাতার পরিমাণ, বরাদ্দ এবং ভাতা-ভোগীদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সময় ভাতার পরিমাণ ১২৫ টাকার স্থলে মাথাপিছু ১৫০ টাকায় উন্নীত করা হয় এবং ভাতা-ভোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষের স্থলে ১০ লক্ষে উন্নীত করা হয়। এজন্যে বার্ষিক বরাদ্দ রাখা হয় ১৮০ কোটি টাকা। সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ২৬০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে এ ভাতার পরিমাণ ১৫০ টাকার স্থলে ১৬৫ টাকায় উন্নীতকরণের পাশাপাশি ভাতা-ভোগীর সংখ্যা ১০ লক্ষের স্থলে ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার করেছে। ২০০৫-২০০৬ সালে ভাতা কার্যক্রমের পরিধি আরো বৃদ্ধি করা হয়। ভাতার পরিমাণ মাসিক ১৮০ টাকা এবং ভাতা-ভোগীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয় এবং এজন্যে বরাদ্দ রাখা হয় ৩২৪ কোটি টাকা। ২০০৬-০৭ অর্থ-বছরে ভাতার হার ২০০ টাকায় নির্ধারণ করা হয় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ১৬ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়। বর্তমানে প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০ জনের স্থলে ১২ জনকে বয়স্কভাতা প্রদান করা হচ্ছে। সকল ইউনিয়ন এবং ২৮৫ টি ক, খ ও গ শ্রেণীর পৌরসভার আওতাধীন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ এ ভাতা ভোগ করছেন, যার মধ্যে অর্ধেক মহিলা। পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট ও সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নে বয়স্কভাতা-ভোগীদের সংখ্যা ও আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য সারণি আকারে উপস্থাপিত হলো :

সারণি-২ ঃ বয়স্ক ভাতা-ভোগীদের সংখ্যা ও আর্থিক বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য

অর্থ-বছর	আর্থিক বরাদ্দ (টাকা)	উপকৃতের সংখ্যা
২০০১-২০০২	৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ২০ হাজার	৪ লক্ষ১৫ হাজার ১৭০ জন
২০০২-২০০৩	৭৫কোটি	৫ লক্ষ জন
২০০৩-২০০৪	১৮০ কোটি	১০ লক্ষ জন
২০০৪-২০০৫	২৬০ কোটি ৩৭ লক্ষ	১৩ লক্ষ১৫ হাজার জন
২০০৫-২০০৬	৩২৪ কোটি	১৫ লক্ষ জন
২০০৬-২০০৭	-	১৬ লক্ষ জন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করে। প্রার্থী নির্বাচনে সর্বনিম্ন ৬৫ বছর বয়স নির্ধারিত থাকলেও সর্বোচ্চ বয়স্ক ব্যক্তি যিনি শারীরিকভাবে অক্ষম অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষমতাহীন ও যার বার্ষিক গড় আয় অনূর্ধ্ব তিন হাজার টাকা তাকে ভাতা প্রদানে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়ে থাকে। শারীরিকভাবে অসুস্থ, মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ, প্রতিবন্ধী ও আংশিক কর্মক্ষমতাহীন ব্যক্তিগণকে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে। ভাতা কার্যক্রমের নিয়মানুসারে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীগণও কর্মক্ষমতাহীন বলে গণ্য হয়ে থাকেন। নিঃস্ব, উদ্বাস্তু ও ভূমিহীন, বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, বিপত্নিক, নিঃসন্তান পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগণকে ভাতা প্রাপ্তির জন্যে ক্রমানুসারে অগ্রাধিকার প্রদান করার বিধান রাখা হয়েছে। সর্বোপরি দরিদ্র বয়স্ক মুক্তিযোদ্ধাকে ভাতা প্রাপ্তিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করার নীতিমালা রয়েছে। তবে কোন ব্যক্তি সরকারি কর্মচারি/পরিবারের পেনশন ভোগী সদস্য হলে, দুঃস্থ মহিলা হিসেবে ভিজিডি কার্ডধারী হলে, অন্য কোন ভাবে নিয়মিত সরকারি অনুদান প্রাপ্ত হলে, কোন বেসরকারি সংস্থা/সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান হতে আর্থিক অনুদান প্রাপ্ত হলে কিংবা ভবঘুরে হলে বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির জন্যে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।

বয়স্কভাতা প্রদানের জন্যে দরখাস্ত আহবান করে গণমাধ্যম, দৈনিক পত্রিকা ও স্থানীয়ভাবে সর্ব সাধারণকে অবহিত করা হয়। অতঃপর বয়স্কভাতা গ্রহণে আগ্রহীগণ নির্ধারিত ছকে থানা সমাজসেবা কর্মকর্তা বরাবরে আবেদনপত্র পেশ করেন। আবেদনপত্র অনুযায়ী প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য থানা পর্যায়ে একটি এবং ইউনিয়নে ওর্য়াড পর্যায়ে একটি কমিটি রয়েছে। ওর্য়াড পর্যায়ের কমিটি বয়স্কভাতা প্রদানের জন্যে প্রণীত নীতিমালার আলোকে প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই করে তালিকা প্রণয়ন করে থাকে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক বাছাইকৃত বয়স্কভাতা প্রার্থীদের তালিকা থানা কমিটি চূড়ান্ত করে। নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তি, মুক্তিযোদ্ধা থানা কমান্ডের প্রতিনিধি, ইউনিয়ন সমাজকর্মী, থানা সমাজসেবা কর্মকর্তা এবং থানা নির্বাহী অফিসার এসব কমিটির সাথে সংযুক্ত।

থানা সমাজসেবা কর্মকর্তা নির্বাচিত ভাতা প্রাপকদের প্রাথমিক তালিকা সংরক্ষণ করেন। কোন বয়স্ক ভাতা প্রাপকের মৃত্যু হলে তার স্থলে একই ওয়ার্ডের অপেক্ষমান তালিকা থেকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে ভাতা গ্রহণের জন্যে তালিকাভুক্ত হয়ে থাকে। প্রতি ওয়ার্ডে তিনজন পুরুষ ও তিনজন মহিলার অপেক্ষমান তালিকা অগ্রাধিকারক্রম অনুযায়ী প্রস্তুত রাখা হয়। প্রার্থী তালিকা চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হওয়ার পর থানা হিসাবরক্ষণ অফিসার সংশ্লিষ্ট ভাতা প্রাপকের নামে পেনশনারদের পিপিও-এর ন্যায় বয়স্কভাতা পরিশোধের বই (পাশ বই) নামে একটি বই ইস্যু করেন যাতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বার/প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা/থানা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক বয়স্কভাতা প্রাপকের সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত থাকে। থানা হেড কোয়ার্টারে অবস্থিত সোনালী ব্যাংক অথবা অন্য কোন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে পেনশনের ন্যায় প্রতি মাসে বয়স্কভাতা পরিশোধ করা হয়। তবে কোন ব্যক্তি এককালীন ভাতা উত্তোলন করতে চাইলে তিনি নির্ধারিত সময়ের শেষে তা করতে পারেন। শারিরীক অক্ষমতাজনিত কারণে কিংবা পর্দানশীন হবার কারণে কোন ব্যক্তি ভাতা গ্রহণের জন্যে সশরীরে উপস্থিত হতে না পারলে তিনি অন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁর পক্ষে ভাতা গ্রহণের জন্যে মনোনীত করতে পারেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বয়স্কদের কল্যাণে বাস্তবায়নাধীন বয়স্কভাতা কার্যক্রমের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা থাকলেও একে সরকারি বয়স্ক সেবা কার্যক্রমের শুভ সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। মূলত এ কার্যক্রমের মাধ্যমেই বাংলাদেশে বার্ধক্য সমস্যাকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে; পাশাপাশি বয়স্কদের অতীত জীবনের কর্মময় অবদানের স্বীকৃতি আনুষ্ঠানিকভাবে দেয়া হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণায় সাধারণ লক্ষ্য ছিল সিলেট জেলার সদর থানার টুকের বাজার ইউনিয়নের ৪টি ওয়ার্ডের বয়স্কদের নিরাপত্তা বিধানে বয়স্কভাতা কতটুকু ভূমিকা পালন করছে তার সঠিক চিত্র তুলে ধরা। এ লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী সামনে রেখে গবেষণা কাজটি পরিচালিত হয়েছে :

১. পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বয়স্কভাতা কতটুকু প্রভাব ফেলছে তা অনুসন্ধান করা
২. ভাতার অর্থনৈতিক গুরুত্ব উদ্ঘাটন করা
৩. ভাতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে কতটুকু অনুসরণ করা; হচ্ছে তা উদ্ঘাটন করা ও ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুভূত সমস্যা নির্ধারণ করা
৪. এবং ভাতা কর্মসূচিকে অধিকতর সফল করার উপায় উদ্ঘাটন করা।

গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতি

গুণাত্মক ও সংখ্যাত্মক গবেষণা নকশার আলোকে বর্তমান গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে। গুণাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন বয়স্কভাতা কার্যক্রমের সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণপূর্বক তার মানোন্নয়নের কার্যকর পন্থা উদ্ঘাটনের নিমিত্তে ভাতা প্রাপ্তদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় মতামত ও সুপারিশ উদ্ঘাটনের বিষয়টি অধিকতর কার্যকর হবে এ বিশ্বাস থেকে বর্তমান সমীক্ষায় গুণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ পরিমাপযোগ্য তথ্যাবলীকে উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের উপায় হিসেবে বর্তমান গবেষণায় সংখ্যাত্মক পদ্ধতিও অনুসৃত হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে সিলেট জেলাধীন সদর থানার টুকের বাজার ইউনিয়নের ১, ২, ৩ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ড এর সকল ভাতাপ্রাপ্ত বয়স্ককে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী হিসেবে নির্বাচন করে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও দলীয় আলাপ আলোচনার (আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বর্তমান গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। সাক্ষাৎকার গ্রহণের পূর্বে গবেষণা এলাকায় নিয়মিত যাতায়াতের মাধ্যমে স্থানীয় গণপ্রতিনিধি, গ্রামের সাধারণ জনগণ ও সর্বোপরি গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ভাতা প্রাপ্ত বয়স্কদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণ কালে গবেষণা এলাকায় দীর্ঘদিন (তিন মাস) সকাল-সন্ধ্যা অবস্থান করে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ, আলাপ-আলোচনা ও গল্প-গুজবের মধ্য দিয়ে অংশগ্রহণমূলক নৃতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। গবেষকগণ সরাসরি তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদের পেশাগত দক্ষতা ও পদ্ধতিগত জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংগ্রহের সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। দীর্ঘক্ষণ সমীক্ষা এলাকায় অবস্থান এবং এলাকার সাধারণ মানুষ ও উত্তরদাতাদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অনেক অব্যক্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণায় প্রবীণ বয়েসী কারা ?

প্রবীণ বয়সের নিম্নসীমা নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এমন কি একই দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও এ বিষয়ে মতপার্থক্য বিরাজমান। বাংলাদেশেও প্রবীণ বয়সের নিম্নসীমা নির্ধারণে ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ ও জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ৫৫ বছরকে প্রবীণ বয়সের নিম্নসীমা বিবেচনা করে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর বিভিন্ন তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে ৬০ বছরকে প্রবীণ বা বয়স্ক জনসংখ্যার বয়সের নিম্নসীমা ধরা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের যে বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে তা থেকেও প্রবীণ বয়সের নিম্নসীমার একটা স্বীকৃতি মিলে, যদিও তা সুনির্দিষ্ট নয়।

বাংলাদেশে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ বছর হলেও কোন কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে এ বয়স ৬০ বছর। আবার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিচারপতিদের ক্ষেত্রে এ বয়সসীমা ৬৫ বছর। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় এ দিকটি মাথায় রেখে চাকরির বয়সসীমা পুনর্নির্ধারণের বিষয়টিও বর্তমানে আলোচিত হয়ে থাকে। আবার বর্তমানে বয়স্কভাতা দানের নীতিমালায় ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীদেরকে বয়স্ক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২০০৫)। বর্তমান গবেষণা কর্মটি যেহেতু ভাতা প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে, সঙ্গত কারণেই এখানে ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিবর্গ বয়স্ক হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ভাতাভোগী বয়স্কদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

সমীক্ষাধীন চারটি ওয়ার্ডে যে ৪২ জন দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তি ভাতা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশি ছিল (পুরুষ ২৩ জন, মহিলা ১৯ জন)। অংশগ্রহণকারীদের বয়সের বিন্যাসে দেখা যায় যদিও তাদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ৮০ বছর অতিক্রম করেছেন, অধিকাংশই (৫৪.৭৬ শতাংশ) ছিলেন ৬১-৭০ বছর বয়সের মধ্যে এবং তাঁদের গড় বয়স ছিল ৭০.২৬ বছর। অংশগ্রহণকারী বয়স্কদের মধ্যে এমন কাউকে পাওয়া যায়নি যিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মহিলাদের সকলেই নিরক্ষর ছিলেন এবং পুরুষদের মধ্যে মাত্র একজন লিখতে-পড়তে পারেন বলে জানিয়েছেন। নাজুক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও শিক্ষা সর্ম্পকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের অসচেতনতা এরূপ স্বল্প শিক্ষার জন্য দায়ী বলে আলাপ-আলোচনা ও সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে। ভাতাপ্রাপ্ত বয়স্ক মহিলাদের ৮৪.২২ শতাংশ বিধবা হলেও পুরুষদের ক্ষেত্রে বিপত্নীকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম (৪৭.৮২ শতাংশ)। কাজেই দাম্পত্য জীবন-কালের ক্ষেত্রে পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় সুবিধাভোগী গোষ্ঠী বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিয়ের সময় বাংলাদেশে সাধারণত মহিলাদের বয়স পুরুষদের তুলনায় অনেক কম থাকে বলে স্বাভাবিকভাবেই বার্ধক্যে মহিলারা অধিক সংখ্যায় বৈধব্য বরণ করে থাকেন। অবশ্য উন্নত বিশ্বে মহিলাদের গড় আয়ু পুরুষের তুলনায় বেশি হয় বলে বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় (International Federation on Ageing, 1985)। আজীবন খাদ্য বৈষম্য, চিকিৎসা সুবিধার অপ্রতুলতা, অবহেলা ও বঞ্চনার পাশাপাশি অধিক সন্তান জন্মদানের মত নানাবিধ কারণ বাংলাদেশে মহিলাদের গড় আয়ু পুরুষের তুলনায় কম হওয়ার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। সমীক্ষাধীন ভাতাভোগী বয়স্ক মহিলাদের প্রায় অধিকাংশই জানান যে, তাদের জীবিত সন্তান সংখ্যা ৫ জনের অধিক। সন্তান-সন্ততি, নাতি-নাতনি নিয়ে যৌথ পরিবারেই গ্রামীণ বয়স্কদের একটি বড় অংশ বসবাস করে থাকেন।

উল্লেখযোগ্য ফলাফল বিশে-ষণ

সমীক্ষাধীন ভাতাভোগীদের প্রায় ৫৪ শতাংশই যৌথ পরিবারে বসবাস করছেন বলে জানা যায়। যৌথ পরিবারে বয়স্কদের প্রয়োজন ও চাহিদা পরিপূরণ হবার সুযোগ একক পরিবারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি হলেও সমীক্ষাধীন ভাতাভোগী বয়স্করা দরিদ্র পরিবারের সদস্য বিধায় পরিবারে তাদের সকল চাহিদা পূরণ হয় না। আন্তরিকতা থাকলেও তাদের সন্তান-সন্ততিরা তাদের সকল প্রয়োজন কেবলমাত্র দারিদ্র্যের কারণে পূরণ করতে পারে না বলে

শারীরিক নানা জটিলতা সত্বেও ভাতাভোগী বয়স্কদের এক চতুর্থাংশেরও বেশি একরকম বাধ্য হয়ে নানা ধরনের কায়িক শ্রমের সাথে নিয়োজিত ছিলেন বলে জানা যায়। প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভাতাভোগী বয়স্ক নিজের আয় উর্পাজনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল থেকে জীবিকা নির্বাহ করছেন বলে জানিয়েছেন। ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ইত্যাদি উৎস থেকে বাকী বয়স্করা সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাকলেও স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য তা যথেষ্ট নয় বলে তারা জানিয়েছেন। নিচের সারণিতে বয়স্কদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের উৎসসমূহ প্রদর্শিত হয়েছে।

সারণি-৩ উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের উৎস সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

চাহিদা পূরনের উৎস	উত্তরদাতার সংখ্যা		মোট
	পুরুষ	মহিলা	
নিজের উপার্জন	০৭(৩০.৪৩%)	০৫(২৬.৩২%)	১২(২৮.৫৭%)
ছেলের উপার্জন	১০(৪৩.৪৮%)	০৮(৪২.১০%)	১৮(৪২.৮৬%)
নিজের উপার্জন ও মেয়ের সাহায্য	০১(৪.৩৫%)	০১(৫.২৬%)	০২(৪.৭৬%)
অন্যান্য (আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী)	০৫(২১.৭৪%)	০৫(২৬.৩২%)	১০(২৩.৮১%)
মোট	২৩(১০০%)	১৯(১০০%)	৪২(১০০%)

বি. দ্র. ঃ বন্ধনীর মধ্যে উপস্থাপিত সংখ্যা শতাংশ নির্দেশক।

অংশগ্রহণকারী ভাতাভোগীদের কারোই চাষযোগ্য ভূমি না থাকার কারণে কায়িক পরিশ্রমই তাদের একমাত্র ব্যক্তিগত উর্পাজনের উৎস বলে জানা যায়, যা বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে নিপতিত হয়। এ বাস্তবতায় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বয়স্কভাতা তাদের জন্যে এক অসাধারণ সহযোগিতা ও ভাতা-ভোগীদের সকলেই ভাতা প্রাপ্তির বিষয়টিকে তাদের জন্যে পরম সৌভাগ্যের বলে বর্ণনা করেছেন। তাদের প্রায় ৮৬ শতাংশই জানিয়েছেন যে, বয়স্কভাতা পাবার ফলে তাদের জীবন মানের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নিচের সারণিটি লক্ষণীয় ঃ

সারণি-৩ উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের উৎস সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

বয়স্কভাতা পাবার পরবর্তী জীবনমান	উত্তরদাতাদের সংখ্যা		মোট
	পুরুষ	মহিলা	
পরিবর্তন হয়েছে	২১(৯১.৩০%)	১৫(৭৮.৯৫%)	৩৬(৮৫.৭১%)
পরিবর্তন হয়নি	০২(৮.৭০%)	০৪(২১.০৫%)	০৬(১৪.২৯%)
মোট	২৩(১০০%)	১৯(১০০%)	৪২(১০০%)

ভাতা প্রাপ্তি তাদেরকে কিছুটা হলেও পরনির্ভরশীলতার হাত থেকে রক্ষা করছে বলে সকল ভাতাভোগী অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ভাতা পাবার পূর্বে ছোটখাট প্রয়োজনে তাদের পরিবারের অন্য সদস্যদের বিশেষ করে ছেলেদের কাছে হাত পাততে হত। এ প্রসঙ্গে একজন ভাতাভোগী মহিলা বলেন,

"আমার শরীর দুর্বল, কাজকর্ম করতে পারি না। ছেলের সংসারে থাকি। অসুস্থতা আমার নিত্য সঙ্গী। আমার স্বামীর নিজস্ব জমিজমা না থাকার কারণে তিনি যেমন অন্যের জমিতে দিনমজুরী দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন আমার

ছেলেও একইভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। তার স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে সংসার চালাতে অনেক কষ্ট হয়। উপরন্তু আমার মত একজন নির্ভরশীল ও অসুস্থ মানুষ তার সংসারের বোঝাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এ কারণে নিজেকে সংসারের বোঝা মনে হতো। বয়স্কভাতা পাবার পর থেকে আমার অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ভাতার অর্থ দিয়ে এখন আমি ঔষধ পথ্য নিজেই কিনতে পারি। ছোটোখাট প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন তেল, সাবান, পান, সুপারি ইত্যাদি কিনতে এখন আর ছেলের কাছে হাত পাততে হয় না। ভাতার টাকার সামান্য অংশ ছেলের হাতে তুলে দিতে পারি যা সামান্য হলেও কাজে লাগে। আমি এখন আগের চাইতে অনেক ভাল আছি।"

বাংলাদেশে প্রচলিত সমাজকাঠামো ও ভূমি উত্তরাধিকার আইনের দুর্বলতার কারণে বার্ধক্যে পুরুষের তুলনায় মহিলারা আর্থিকভাবে খুব খারাপ অবস্থায় থাকেন। বার্ধক্যে পুরুষের কিছু সম্পত্তির মালিকানা থাকার সম্ভাবনা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজকর্ম করে কিছু উপার্জনের সুযোগ থাকলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে মূলত সন্তানদের উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। এ কারণে বয়স্ক ভাতা দ্বারা মহিলারা বেশি মাত্রায় উপকৃত হয়েছেন বলে সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা যায়। ভাতার অর্থ খরচের নিজস্ব স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের তুলনায় বেশি সুবিধাভোগী বলে গবেষণার ফলাফলে লক্ষ্য করা যায়। গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলোতে পুরুষের উপার্জন ও সংসারের আর্থিক সহযোগিতা দানের বিষয়টি বাধ্যতামূলক হলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে তা নয়। সে জন্যে হয়তবা বার্ধক্যে যে কোন উৎস থেকে একজন মহিলা অর্থ সংস্থান করতে পারলেও পরিবার তার উপর জোরালো কোন প্রত্যাশা পোষণ করে না। বস্তুত এ কারণে ভাতাভোগী মহিলারা ভাতার অর্থ পুরুষের তুলনায় স্বাধীনভাবে নিজের হাতে খরচ করতে পারেন বলে পর্যবেক্ষণ থেকে ধারণা করা যায়।

ভাতার অর্থ বয়স্কদের কিছুটা আর্থিক নিরাপত্তা বিধান করতে পারলেও বয়স্কদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে খুব বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পেরেছে বলে সমীক্ষার ফলাফলে প্রতীয়মান হয়নি। ভাতাভোগী সমীক্ষাধীন বয়স্কদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৩.৮১ শতাংশ) জানিয়েছেন যে, বয়স্কভাতা পাওয়ার পর তাদের মর্যাদাগত অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে নিচের সারণিটি লক্ষণীয় :

সারণি-৫ উত্তরদাতাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে বয়স্কভাতার প্রভাব

মর্যাদা বৃদ্ধিতে বয়স্কভাতার প্রভাব	উত্তরদাতার সংখ্যা		মোট
	পুরুষ	মহিলা	
মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে	০৮(৩৪.৭৮%)	০৩(১৫.৭৯%)	১১(২৬.১৯%)
পূর্বের অবস্থা	১৫(৬৫.২২%)	১৬(৮৪.২১%)	৩১(৭৩.৮১%)
মোট	২৩(১০০%)	১৯(১০০%)	৪২(১০০%)

বাংলাদেশের পারিবারিক পরিমণ্ডলে বয়স্করা এমনিতেই সম্মান ও মর্যাদা পেয়ে থাকেন যদিও বর্তমানে তা ক্ষয়িষ্ণু। এ কারণে বাড়তি আয় দিয়ে মর্যাদা বৃদ্ধির বিষয়টি বেশিরভাগ বয়স্কদের ক্ষেত্রে কার্যকর না হওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক নয়। এ প্রসঙ্গে একজন ভাতাভোগী পুরুষের মন্তব্য উলেখযোগ্য:

"পরিবারে ও সমাজে বয়স্কদের এমনিতেই প্রায় প্রত্যেকে মান মর্যাদা দেয়। মুরব্বিদের সবাই মায়ার চোখে দেখে, বিপদে পড়লে সাহায্য করে। ছেলে-মেয়েরা বাবার আয় না থাকলেও রুগ্‌ণ বাবার উপর রাগ করে না. খারাপ ব্যবহার করে না। তাই ভাতা পেলেই কি, না পেলেই কি! মুরব্বীদের মান-মর্যাদা এমনিতেই ভালো আছে। তবে ভাতা পেলে তার নিজের কিছু সুবিধা হয়, অভাবের সংসারের উপর থেকে কিছুটা চাপ কমে।"

ভাতার পরিমাণ তাঁদের প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু যথাযথ সে সম্পর্কে জানতে চাইলে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অর্ধাংশের ও বেশি (৫২.৩৮ শতাংশ) ভাতার পরিমাণ ঠিক আছে বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য লিঙ্গভেদে এ মতামতের ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। পুরুষদের ক্ষেত্রে এ সংখ্যা ছিল এক-তৃতীয়াংশ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে তা প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। পুরুষরা মহিলাদের তুলনায় বহির্মুখী এবং খরচের হাতও বেশি, একারণে তাদের চাহিদাও বেশি। তাই ভাতার সামান্য অর্থ তাদের কাছে অপ্রতুল অনুভূত হওয়া স্বাভাবিক। ভাতার অপ্রতুলতার কথা পুরুষ বয়স্করা অধিক সংখ্যায় বললেও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সকলেই ভাতা পেয়ে সন্তুষ্ট বলে জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নিচের সারণিটি লক্ষণীয়:

সারণি-৬ : ভাতার অর্থ কতটুকু যথাযথ সে সম্পর্কে উত্তরদাতাদের মূল্যায়ন

মূল্যায়ন	উত্তরদাতার সংখ্যা		মোট
	পুরুষ	মহিলা	
পরিমাণ ঠিক আছে	০৮(৩৪.৭৮%)	১৪(৭৩.৬৮%)	২২(৫২.৩৮%)
পরিমাণ চাহিদার তুলনায় কম	১৫(৬৫.২২%)	০৫(২৬.৩২%)	২০(৪৭.৬২%)
মোট	২৩(১০০%)	১৯(১০০%)	৪২(১০০%)

ভাতাভোগীদের প্রায় ৬৭ শতাংশের কোন আয়মূলক কাজকর্ম না থাকায় ও ব্যক্তিগত আয় না থাকায় ভাতার অর্থ প্রাপ্তির বিষয়টি তাঁদের আয়ের একটি উৎস হিসেবে কাজ করে এবং এ অর্থ তাঁদের ক্রান্তিকালীন প্রয়োজন কিছুটা হলেও পরিপূরণ করতে পারছে বলেই মূলত তাঁরা এরূপ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বলে পর্যবেক্ষণে মনে হয়। তাঁরা মতামত দেন যে, ভাতার টাকা তাঁরা নিজের হাতে খরচ করতে পারেন, এখন আর কারও উপর নির্ভর করতে হয় না এবং সংসারেরও কিছুটা সহায়তা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে একজন ভাতাভোগী পুরুষের মন্তব্য ছিল এরকম :

"ভাতা পাবার আগে আমার কোন আয় ছিল না। আমার শরীর অসুস্থ ও দুর্বল বলে কাজকর্ম করতে পারি না। সংসারের কেউ কিছু না বললেও কাজ-কর্ম না করার কারণে আমার খুব খারাপ লাগে। আমার ছেলে অন্যের জমিতে কাজ করে সংসার চালায়। তারা খুব কষ্টে চলে। এজন্যে আমি দরকারেও কোন সময় তার কাছে হাত পাততাম না, কষ্টের কথা বলতাম না। ভাতা পাবার পর আমার কষ্ট কমেছে। আমি আমার দরকার পূরণ করতে পারছি। সংসারের জন্যেও কিছু খরচ করতে পারছি। নাতী-নাতনীদের দু'এক টাকা উপহারও দিতে পারছি। এতে আমার খুব ভাল লাগে, ভাতা পেয়ে আমি খুব সন্তুষ্ট।"

ভাতার অর্থের সামান্য একটি অংশ সংসারের কাজে ব্যয় হলেও ভাতাভোগীরা তাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন পরিপূরণেই মূলত তাদের এ অর্থ ব্যয় করে থাকেন। ভাতার অর্থ দিয়ে তারা তাদের অপরিহার্য জীবন উপকরণ ও চিকিৎসা ব্যয়ের একটা অংশ পরিপূরণ করতে পারছেন বলে জানা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। প্রকট দারিদ্র্য ও সংসারে উপার্জনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির অসুস্থতা এবং বিশেষ আপদকালীন প্রয়োজনে কখনও কখনও বয়স্ক ব্যক্তির ভাতার অর্থ দিয়ে সংসারের ব্যয় মেটাতে হয়। একজন ভাতাভোগী বয়স্ক জানান ভাতা পাবার পর তার সেই অর্থ দিয়ে পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে তিনি একমাস ভালভাবে খরচ করেন। তার পর আর তার কাছে কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। তার একান্ত ব্যক্তিগত এ বাস্তবতায় তিনি ভাতার অর্থকে অপর্যাপ্ত বলে বর্ণনা করেছেন। নিচে সারণির মাধ্যমে ভাতার অর্থ খরচের খাতসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

সারণি-৭: প্রাপ্ত ভাতার অর্থের খাতভিত্তিক খরচের বিন্যাস*

খরচের খাতসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
চিকিৎসা ও ঔষধ পথ্য বাবদ	২৯	৬৯.০৫
পান, সুপারি, চা, সিগারেট ও ফলমূল বাবদ	৩৫	৮৩.৩৩
সংসার বাবদ	৩১	৭৩.৮১
নাতি-নাতনিদের কিছু কিনে দেয়া বাবদ	১৩	৩০.৯৫

*একাধিক উত্তর

বয়স্কভাতা কার্যক্রমের কতিপয় সীমাবদ্ধতা

বর্তমান সমীক্ষায় বয়স্কভাতা কার্যক্রমের নানা সীমাবদ্ধতার বিষয় উদঘাটিত হয়েছে। বয়স্কভাতা কার্যক্রমের নীতিমালা মূল্যায়নে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যক্ষভাবে মতামত ব্যক্ত করতে না পারলেও তাদের সামগ্রিক বক্তব্য থেকে নীতিমালা ও প্রায়োগিক উভয় ক্ষেত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা যেতে পারে। দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান হারের সাথে বয়স্কভাতার অর্থ যে অপ্রতুল এ বিষয়টি সুস্পষ্ট। অবশ্য এ বিষয়টি অনুধাবন করে সরকার বয়স্কভাতার পরিমাণ এ যাবত ছয় বার পুনর্নির্ধারণ করেছে। সর্বশেষ নির্ধারিত ভাতার পরিমাণকে বিবেচনা করে বর্তমান সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে। এতে ভাতাভোগীদের অধিকাংশই তাদের প্রাপ্ত ভাতার পরিমাণকে চাহিদার তুলনায় যৎসামান্য বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে একজন ভাতাভোগী মহিলা বলেন:

> *"আমার শরীর অসুস্থ, নিয়মিত ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। ভাতার সব টাকা ডাক্তারকে দিয়ে দেই। সরকার যদি আরও কিছু সাহায্য করত তাহলে তা দিয়ে ঔষধপত্র কিনতে পারতাম। টাকার অভাবে শাড়ী কিনতে পারি না কত দিন! ভাল কিছু খেতে মন চায়, পয়সা নেই বলে তা আর জোগাড় হয় না।"*

তাদের সমপর্যায়ের অনেকেই ভাতা কার্যক্রমের আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছেন বলে ভাতাভোগীরা ভাতা কার্যক্রমের পরিধিগত সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাতা নির্বাচনে নিরপেক্ষতার বিষয়টি উপেক্ষিত হচ্ছে বলে জানা যায়। স্থানীয় প্রতিনিধিদের নিকটজন ও আত্মীয়-স্বজন এক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে থাকেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। বয়স্কভাতা প্রাপ্তির জন্যে নির্ধারিত বয়সের নীতিমালা অনুসরণের ক্ষেত্রে কিছুটা দুর্বলতা লক্ষ্য

করা যায় । কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বয়স ৬৫ না হওয়া সত্ত্বেও জনপ্রতিনিধিদের সুনজরের কারণে কোন ব্যক্তি ভাতা পাবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন । জন্মসংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যের সীমাবদ্ধতা থাকলেও সঠিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভাতাপ্রার্থীদের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য বয়স নির্ধারণ কঠিন নয় । একই কারণে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভাল থাকা সত্ত্বেও ভাতা প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন এমন কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তির সন্ধান মিলেছে গবেষণা এলাকায় । নারী-পুরুষের সমানুপাতিক হার নিশ্চিত করার প্রমাণও পাওয়া যায়নি । মাঠ পর্যায়ে ভাতাভোগী নির্বাচনে সরকারি তদারকির অভাবকে তাঁরা এজন্যে দায়ী করেছেন । গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সকল বয়স্ক ব্যক্তি ভাতার অর্থ পাওয়ার নিয়মাবলীকে জটিল, ঝামেলাযুক্ত এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির জন্য অতি কষ্টের বিষয় হিসেবে বর্ণনা করেছেন । ভাতার অর্থ তুলতে একাকী শহরে যেতে বেশির ভাগের সমস্যা বিধায় একজন সঙ্গীসহ তার যাতায়াত খরচ ভাতার একটি অংশকে অনর্থক অথচ অপরিহার্যভাবে কমিয়ে ফেলে বলে তারা হতাশা ব্যক্ত করেছেন । এক্ষেত্রে বয়স্ক ব্যক্তিটি যদি চলাচলে অক্ষম কিংবা খুব বেশি মাত্রায় অসুস্থ থাকেন তাহলে তার বিড়ম্বনার মাত্রা আরো অনেক বেশি হয় বলে তারা জানান । ভাতা গ্রহণের জন্য ব্যক্তি মনোনয়নের বিকল্প ব্যবস্থা থাকলেও বয়স্কদের পক্ষে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করা কষ্টসাধ্য বলে তারা এ প্রক্রিয়াকে তাদের জন্যে ফলদায়ক বিবেচনা করেন না ।

বয়স্কভাতা কার্যক্রমের মানোন্নয়নে কতিপয় সুপারিশ

বর্তমান সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ভাতাভোগী বয়স্কদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে ভাতা সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় সম্ভাব্য করণীয় সর্ম্পকে তাদের মতামত ও পরামর্শ উদ্ঘাটন করা হয় । সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা বয়স্কভাতাকে কিভাবে অধিকতর কার্যকর ও অর্থবহ করা যায় সে সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত এবং সুপারিশ তুলে ধরেন । এ প্রসঙ্গে নিচের সারণিটি লক্ষণীয় :

সারণি-৮ঃবয়স্ক ভাতা কার্যক্রমকে আরও অর্থবহ ও কার্যকর করার জন্য উত্তরদাতাদের মতামত ও সুপারিশের বিন্যাস

মতামত ও সুপারিশ	উত্তরদাতাদের সংখ্যা	শতকরা
ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি	৪০	৯৫.২৪
ভাতা প্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি	২৩	৫৪.৭৬
বাড়িতে ভাতা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা	১১	২৬.১৯
ভাতা প্রাপ্তির সময়সীমা কমিয়ে আনা	৩৮	৯০.৪৮
বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তিতে জনপ্রতিনিধিদের স্বজন প্রীতি বন্ধ করা	০৩	৭.১৪

*একাধিক উত্তর

সীমাবদ্ধতাসমূহকে অতিক্রম করে বয়স্কভাতার মতো একটি অত্যাবশ্যকীয় কার্যক্রমকে অধিকতর বাস্তবমুখী ও কার্যকর করার জন্যে বর্তমান গবেষণার সামগ্রিক তথ্য পর্যালোচনা করে এবং ভাতাভোগী বয়স্কদের মতামতের ভিত্তিতে কতিপয় ভবিষ্যত কর্মপন্থা চিহ্নিত করা হয়েছে । পর্যায়ক্রমিক ভাবে এগুলো উল্লেখ করা হলো :

ভাতার অর্থের পরিমাণ বর্তমান বাজার মূল্যে সাথে যাতে ন্যূনতম সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, সরকারের সামর্থ্য অনুযায়ী সে দিকটি পুনবিবের্চনা করার পাশাপাশি ভাতাভোগীর সংখ্যা এমনভাবে বৃদ্ধি

করা দরকার যাতে দেশের সকল অসহায় ও দরিদ্র বয়স্ক ব্যক্তি ভাতা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হতে পারেন। এ লক্ষ্যে বিশেষ তহবিল গঠনের নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী। পাশাপাশি সম্ভাব্য ভাতাভোগীর নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় গণপ্রতিনিধিদের সাথে সরকারি কর্মচারিদের যৌথ অংশগ্রহণ ও তদারকির মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা দরকার যাতে প্রকৃত অসহায় ও দরিদ্র বয়স্করা এ কার্যক্রমের সুফল ভোগ করতে পারে। গবেষণা এলাকায় বয়স্কভাতা ও বিধবাভাতা কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি দু'ধরনের ভাতা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে প্রকৃত অভাবী বয়স্কটি বাদ পড়ে গিয়েছেন। এজন্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ও তদারকির বিষয়টি বিশেষত মাঠ পর্যায়ে নিশ্চিত করা দরকার যাতে দ্বৈততা প্রতিরোধের পাশাপাশি প্রকৃত অভাবী বয়স্ক ব্যক্তিটিকে নির্বাচন করা যায়। এক্ষেত্রে স্থানীয় গণপ্রতিনিধিদের পাশাপাশি স্থানীয় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও বয়স্কদের সম্বনয়ে একটি আলাদা যাচাই-বাছাই কমিটি গঠন করা যেতে পারে যারা সরকারি কর্মচারিদের সাথে সমন্বিতভাবে কাজ করবেন। অর্থাৎ স্থানীয় নেতৃত্ব, বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ ও সরকারি কর্মচারির সাথে এমন একটি কার্যকর সমন্বয় গড়ে তোলা দরকার যাতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে কার্যক্রমটি অধিকতর ফলপ্রসূ হতে পারে।

ভাতাভোগী বয়স্কদের বিশেষ দুর্যোগকালে যেমন অতিমাত্রায় অসুস্থতা, পরিবারের উর্পাজনকারী ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাতার পাশাপাশি এককালীন বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা এবং উৎসবে তাদের সামান্য হলেও উৎসব ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে হতদরিদ্র বয়স্করা অধিকতর আর্থিক ও মানসিক তুষ্টি লাভ করতে পারতেন। ভাতার অর্থ স্থানীয় প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে সরকারি কর্মচারি বাড়িতে গিয়ে বয়স্ক ব্যক্তির হাতে তুলে দিলে ভাতা উত্তোলন ব্যয় ও শারীরিক কষ্টের হাত থেকে বয়স্করা মুক্তি লাভ করতে পারতেন। সমন্বয় ও তদারকির মাধ্যমে বর্তমান জনবল কাঠামোতেই সরকার এ বিষয়টি সহজেই বাস্তবায়ন করতে পারে।

বয়স্কভাতার অর্থ দিয়ে কর্মক্ষম কোন ভাতাভোগী উপার্জনমূলক কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে ভাতাভোগীদের অনেকেই উদ্বুদ্ধ হবেন ও বার্ধক্যকে কিছুটা হলেও কর্মময় ও সচ্ছল করে তুলতে পারবেন। সর্বোপরি দেশের সকল জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। দরিদ্র পরিবারগুলোর আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার যাতে পরিবারেই বয়স্ক ব্যক্তিটির যাবতীয় চাহিদা পরিপূরণ ও সেবা লাভের বিষয়টি নিশ্চিত হয়। অন্যথায় ক্রমবর্ধমান বয়স্ক জনগোষ্ঠী ভাতাপ্রাপ্তির যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকায় যুক্ত হবেন এবং এক পর্যায়ে এ কাযক্রম নিয়মিতভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ও চাহিদার সাথে কার্যক্রমের সামঞ্জস্য বিধান করা রাষ্ট্রের পক্ষে বিশাল এক চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়বে। সাথে সাথে সচ্ছল পরিবারে বয়স্ক ব্যক্তি অবহেলিত হলে তার প্রতিকারে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানের প্রচলন করা প্রয়োজন। সচ্ছল পরিবারগুলোতে ক্রমবর্ধমান বয়স্ক সেবা সংক্রান্ত শৈথিল্যের অভিজ্ঞতা থেকে এ ধরনের আইনী পূর্বপ্রস্তুতির যৌক্তিকতা রয়েছে।

যে কোন কার্যক্রমের মনোন্নয়নে নিয়মিত গবেষণা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে তার সীমাবদ্ধতা, সাফল্য, সম্ভাবনা ইত্যাদি দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ অপরিহার্য। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো

বয়স্কভাতা কার্যক্রমের মনোন্নয়নে এধরনের ব্যবস্থা নেই। যার কারণে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা করার প্রয়োজনীয় কলাকৌশল নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে তথ্যের অপর্যাপ্ততা সংক্রান্ত সংকটে আক্রান্ত। এমনকি ভাতা লাভের যোগ্য বয়স্কদের সংখ্যা নিরূপণ করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি (Salam and Kabir, 2003)। এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের জন্যে পৃথক গবেষণা ও মূল্যায়ন সেল গঠন করা যেতে পারে অথবা কোন স্বনামধন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে, যাতে তারা কার্যক্রম সর্ম্পকে নিয়মিত বাস্তবভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করে কার্যক্রমকে যুগোপযোগী ও বাস্তবমুখী করার দিক নির্দেশনা দিতে পারেন। পাশাপাশি প্রকল্প পরিচালনার একটি জাতীয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যার সদস্য থাকবেন বয়স্ক সমস্যা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। এ কমিটি প্রচলিত কার্যক্রম মূল্যায়ন ও কার্যক্রমের মানোন্নয়নে নিয়মিত কার্যকর কর্মপন্থা নির্ধারণে সহযোগিতা করতে পারে।

উপসংহার

বয়স্কদের কল্যাণে বয়স্কভাতা কার্যক্রম এক যুগান্তকারী শুভ সূচনা। ইতোমধ্যে এ কার্যক্রম দেশে-বিদেশে সংশ্লিষ্টজনদের কাছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। কার্যক্রমের অপরিহার্যতার প্রমাণও ইতোমধ্যে সুস্পষ্ট হয়েছে। কিছু সীমাবদ্ধতার বিষয় অস্বীকার করার উপায় না থাকলেও গ্রামীণ হতদরিদ্র পরিবারের অসহায় বয়স্কদের কল্যাণে এ কার্যক্রম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। কাজেই এ কার্যক্রমের সুফল সিংহভাগ দরিদ্র বয়স্ক জনগণের কাছে পৌছে দেয়া জরুরী। স্বল্পোন্নত দেশের একটি সরকারের পক্ষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সকলকে অন্তর্ভুক্ত করা অতীব কঠিন বিধায় এ কার্যক্রমের সহায়ক শক্তি হিসেবে দেশের বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। যৌবনে যে বয়স্ক জনগোষ্ঠী তাদের শ্রম দিয়ে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখেছেন বার্ধক্যের অসহায়ত্বে তাদের পাশে এসে দাঁড়ানো সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহের নৈতিক দায়িত্ব। বার্ধক্যে নিরাপত্তা লাভের বিষয়টি প্রতিটি নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। যৌবনের কর্মময় জীবনের স্বীকৃতির অনন্য নিদর্শন হিসেবে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশেই বয়স্কদের নিরাপত্তা বিধানে নানা উদ্যোগ গৃহীত হয়ে থাকে যেখানে সরকারি-বেসরকারি উভয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটি বিবেচনা করে বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলো বয়স্কদের কল্যাণে সরকারের পাশাপাশি কাজ করবে এটি একটি যৌক্তিক প্রত্যাশা। প্রচলিত বয়স্কভাতা কার্যক্রমের দুর্বলতাসমূহ দূর করে কঠোর তদারকি ও নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে দরিদ্র বয়স্ক জনগোষ্ঠী অধিকতর সুফল ভোগ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

তথ্য নির্দেশিকা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (২০০৫). *চার বছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (প্রতিষ্ঠান শাখা) (১৯৯৯). *বয়স্কভাতা কার্যক্রম এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম (প্রার্থী বাছাইয়ের নীতিমালা ও অর্থ পরিশোধের পদ্ধতি)*. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রহমান, এ. এস. এম. আতীকুর (২০০০). বাংলাদেশে বার্ধ্যকের বিভিন্ন দিক. *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*. ৩৭ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা. বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ জরা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান, ঢাকা

রহমান, এ. এস. এম. আতীকুর (১৯৯৮). ১৯৯৯-আন্তর্জাতিক প্রবীণ বর্ষ এবং বাংলাদেশ. *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*. ৩৫ বর্ষ ২য় সংখ্যা অক্টোবর, ৯৮।

রহমান, এ. এস. এম. আতীকুর (১৯৯৯). প্রবীণদের কল্যাণ বিধানে সমাজের নৈতিক দায়িত্ব. *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*. ৩৬ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, নভেম্বর, ৯৮-অক্টোবর, ৯৯।

আহম্মদ, মোঃ ফয়সল (১৯৯৯). দেশে দেশে বয়স্ক নাগরিক এবং তাঁদের জন্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ভাবনা. *প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা*. ৩৬ বর্ষ ১ম ও ২য় সংখ্যা, নভেম্বর, ৯৮-অক্টোবর, ৯৯।

International Federation on Ageing (1985). *Women and Ageing Around the world*. Publication division. Washington, USA

Kabir, M. (1991). *"Ageing in Bangladesh: Its Social, Economic and Health consequence"* Unpublished paper presented at the workshop an Dissemination of Current Statistics Organized by Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), UNDP and CIDA. Dhaka. Bangladesh.

Kabir, Dr. Md. Humayun (1994). *"Demographic and Socio-economic Aspect of Ageing in Bangladesh"*. Ageing of Asian population: 52-57.

Moody, H. R. (1998). *Aging concepts and Controversies (2nd edition)*. Pine Forge Press. California. USA.

Ministry of Welfare (1987). *Encyclopedia of Social Work in India(Volume-iii)*, Government of India. New Delhi.

Patton, M. Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods (2nd edition)*. Sage Publications. California. USA.

Rabbani, G. and Hossain (1981). *Population projection of Bangladesh (1995-2025)*. Bangladesh Bureau of Statistics, PP-38.

Rahman, A.S.M Atiqur (2004). Ageing sitation in Bangladesh. *Bangladesh Journal of Geriatrics.* Vol. 40 No. 1&2, October-2004

Ritchie, Mark A. and Ms. Kathleen Bowling Tiffay (eds.) (2000). *"Uncertainty Rules Our Lives: The Situation of older people in Bangladesh.* Help Age International. Asia/pacific Regional Development Center. Chiang My. Thailand.

Salam, M.A. and M. Kabir (2003). *Boisko Bhata* Scheme for Elderly Population: What are the Lessons learned from it. In Kabir, M. (ed.) (2003). *The Elderly Contemporary Issue (2003).* Bangladesh Association of Gerontology. Dhaka, Bangladesh.

Scobie, Jane and Graham S. (eds.) (2002). *State of the World's Older People 2002.* Help Age International. London.

Sobhan, Rahman (ed.) (2000). *"Ageing in Bangladesh: Issues and Challenges".* Report No. 23. Center for Policy Dialogue. Dhaka. Bangladesh.

United Nations (1994). *"The Elderly and Family in Developing Countries".* Occasional Papers Series. No. 13, United Nations. Vienna.

U.S. Census Bureau (2006). IDB Summary Demographic Data for Bangladesh. In *http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbsum.pl?cty=BG* as viewed on September 16, 2006

U.S. Department of State (2002). Bangladesh Country Report on Human Rights Practices-2000. In *http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/sa/692.htm* as viewed on September 27, 2002.